আলোকচিত্র-০৬: মধুপুর রাইস সাইলো

প্যাকেজ W-21 এর আওতায় বরিশাল শহরের কীর্তন খোলা নদীর তীরে ২৬ একর জমির উপর বিদ্যমান খাদ্য অধিদপ্তরের সিএসডি'র অভ্যন্তরে বরিশাল ষ্টীল রাইস সাইলো নির্মাণ করা হবে। এ বিষয়ে বিগত ২৪/০৬/২০২১ তারিখ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। নিম্নে বরিশাল সাইলো নির্মাণ সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি দেয়া হলোঃ

১।	ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	CIL-GSI JV (Joint Venture of Confidence Infrastructure limited, Bangladesh and The GSI Group LLC, USA)
২।	চুক্তিমূল্য	৩৩০.৮৬ কোটি টাকা
৩।	বাস্তবায়ন মেয়াদ	২৪ মাস
৪।	ধারণ ক্ষমতা/ কার্যক্রম	বরিশাল সাইলোর ধারণক্ষমতা ৪৮,০০০ মেট্রিক টন। এতে প্রতিটি ৩০০০ মে.টন ক্ষমতার মোট ১৬ টি সাইলো বিন রয়েছে।

আলোকচিত্র-০৭: বরিশাল রাইস সাইলো নির্মাণের চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

আলোকচিত্র-০৮: বরিশাল রাইস সাইলো নির্মাণের চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

আলোকচিত্র-০৯: বরিশাল রাইস সাইলো নির্মাণের চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

বাংলাদেশ সরকারের 'ডিজিটাল-বাংলাদেশ' রূপকল্প বাস্তবায়নের ধারায় খাদ্য অধিদপ্তরের কার্যক্রমসমূহের ডিজিটাল রূপান্তর এখন সময়ের দাবী। এরই অংশ হিসেবে আধুনিক খাদ্য সংরক্ষণাগার প্রকল্পের আওতায় Food Stock and Market Monitoring System (Package DG-27a) চালুকরার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এ বিষয়ে বিগত ২৪/০৬/২০২১ তারিখ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। নিম্নে চুক্তি সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত তথ্যাদি দেয়া হলোঃ

১।	ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	Beximco Computers Limited (Lead), Bangladesh Bangladesh Export Import Company Limited, Bangladesh Tech Mahindra Limited, India & Tech Valley Networks Limited, Bangladesh JV
২।	চুক্তিমূল্য	২৬১.৭১ কোটি টাকা
৩।	বাস্তবায়ন মেয়াদ	২৮ মাস

আলোকচিত্র-১০: অনলাইন ফুড স্টক ও মার্কেট মনিটরিং সিস্টেম (Package DG-27a) ক্রয়ের চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

আলোকচিত্র-১১: অনলাইন ফুড স্টক ও মার্কেট মনিটরিং সিস্টেম (Package DG-27a) ক্রয়ের চুক্তি স্বাক্ষর অনুষ্ঠান

১৩.০ খাদ্যশস্যের পুষ্টিমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রিমিক্স কার্নেল মেশিন ও ল্যাবরেটরি স্থাপন এবং অবকাঠামো নির্মাণ প্রকল্প এর হালনাগাদ অগ্রগতি

প্রকল্পের নাম: "খাদ্যশস্যের পুষ্টিমান নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রিমিক্স কার্নেল মেশিন ও ল্যাবরেটরি স্থাপন এবং অবকাঠামো নির্মাণ" প্রকল্প
প্রকল্পের উদ্দেশ্য - "দারিদ্র্য জনগোষ্ঠীর জন্য খাদ্যশস্যের পুষ্টিমান নিশ্চিত করা"

১৩.১ কেন এই প্রকল্পঃ

দেশের দরিদ্র জনসাধারণের জন্য খাদ্য সহায়তা ও পুষ্টি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি খাদ্য বিতরণ ব্যবস্থায় ২০১৭ সালে "খাদ্য বান্ধব কর্মসূচী নীতিমালা ২০১৭" প্রণয়ন করা হয়। বর্তমানে বছরের কর্মাভাবকালীন ৫ (পাঁচ) মাস দেশের ৫০ (পঞ্চাশ) লাখ হতদরিদ্র পরিবারকে কার্ড প্রতি মাসে ৩০ কেজি চাল দশ টাকা কেজি দরে বিতরণ করা হচ্ছে। এছাড়া, ভিজিডি কর্মসূচিতে সারা বছর ১০ লাখ পরিবারকে কার্ডপ্রতি বিনামূল্যে ৩০কেজি করে চাল দেওয়া হচ্ছে। হতদরিদ্র ও দুঃস্থদের মধ্যে বিতরণকৃত এই চাল সাধারণভাবে তাদের ক্ষুধা নিবারণক্রমে খাদ্য নিরাপত্তা দিলেও পুষ্টি সমস্যা নিরসন হচ্ছে না। এসডিজি-২ অনুযায়ী খাদ্য নিরাপত্তার পাশাপাশি পুষ্টি সমস্যাও দূরীভূত করার বাধ্যবাধকতা রয়েছে। ফলে খাদ্য মন্ত্রণালয় খাদ্য বান্ধব ও ভিজিডি খাতের বিতরণকৃত চালসমূহকে পর্যায়ক্রমে পুষ্টি সমৃদ্ধ (Fortified) করে বিতরণের উদ্যোগ গ্রহণ করে। পুষ্টি চাল বিতরণের মাধ্যমে সরকার ৬ (ছয়টি) পুষ্টি উপাদান (Micronutrient : Vitamin A, B1, B12, Folic Acid, Iron & Zinc) নিশ্চিত করতে চায়।

খাদ্য অধিদপ্তরের নিজস্ব কোন Premix Kernel উৎপাদন ব্যবস্থা নেই বিধায় পুষ্টিচাল বিতরণের জন্য উন্মুক্ত দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে খাদ্য অধিদপ্তরকে ফর্টিফাইড কার্নেল সংগ্রহ করতে হয়। এই জন্য অধিদপ্তরকে ইগলু, মাসাফি ও নারিশ থেকে ফর্টিফাইড কার্নেল সংগ্রহ করতে হয়। সম্প্রতি স্কুল মিল নীতিমালা ২০১৯ অনুমোদিত হওয়ায় দেশে স্কুল মিল চালু হয়েছে। ফলে স্কুলের শিক্ষার্থীদের পুষ্টি নিশ্চিত করণার্থে মিলের জন্য প্রাথমিক ও শিক্ষা মন্ত্রণালয় খাদ্য মন্ত্রণালয়ের নিকট পুষ্টিচাল সরবরাহের জন্য পত্র প্রেরণ করে। এর প্রেক্ষিতে খাদ্য অধিদপ্তরকে প্রাইভেট প্রতিষ্ঠান হতে কার্নেল সংগ্রহ করতে হয় এবং এতে সরকারের প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়। খাদ্য অধিদপ্তরের নিজস্ব Premix Kernel উৎপাদন ব্যবস্থা না থাকায় হতদরিদ্র ও অপুষ্টিতে আক্রান্ত পরিবারের মধ্যে পুষ্টিচাল বিতরণ কার্যক্রম ব্যহত হচ্ছে। এর প্রেক্ষিতে খাদ্য মন্ত্রণালয় ঘণ্টায় ৪০০ কেজি কার্নেল উৎপাদনক্ষম ফ্যাক্টরী স্থাপনের জন্য আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহন করে

১৩.২ প্রকল্পের লক্ষমাত্রা

- ঘন্টায় ৪০০ কেজি ক্ষমতাসম্পন্ন ১ টি Premix Kernel Production Machine স্থাপন করা;
- সরকারের সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় হতদরিদ্র মানুষের মধ্যে পুষ্টিসমৃদ্ধ খাদ্যের সহজলভ্যতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক গুনগতমানসম্পন্ন পুষ্টিচাল উৎপাদনে সক্ষমতা বৃদ্ধি করা;
- Kernel Production Machine এর মাধ্যমে দৈনিক ২ (দুই) শিফট করে বছরে মোট ১৯২০ মে.টন কার্নেল উৎপাদন করা;
- ভবিষ্যতে ১১১০০ মে.টন কার্নেল উৎপাদনের লক্ষ্যে ১:১০০ অনুপাতে পর্যাক্রমে বছরে ১১১০০০০ মে.টন রাইস ফর্টিফিকেশন করা।

প্রকল্পের ব্যয়ঃ	৭৬.২৯ কোটি টাকা (জিওবি ফান্ড)
প্রকল্পের এলাকাঃ	নারায়ণগঞ্জ সাইলো, নারায়ণগঞ্জ
প্রকল্প শুরুর তারিখঃ	জানুয়ারি ২০২০ খ্রি.
প্রকল্প সমাপ্তির তারিখঃ	ডিসেম্বর ২০২২ খ্রি.

১৩.৩ প্রকল্পের অধীন বাস্তবায়িত প্রধান অঙ্গসমূহ ও বাস্তব অগ্রগতি

১. ঘন্টায় ৪০০ কেজি ক্ষমতাসম্পন্ন ১ টি Premix Kernel Production Machine ক্রয় ও স্থাপন	কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে ও কাজ চলমান।
২. ল্যাব ইকুইপমেন্ট ক্রয় ও স্থাপন	কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে ও কাজ চলমান
৩. প্রিমিক্স কার্নেল ফ্যাক্টরী ভবন নির্মাণ	কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে ও কাজ চলমান
৪. ৩ তলা বিশিষ্ট ১টি অফিস কাম ল্যাবরেটরী ভবন নির্মাণ	কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে ও কাজ চলমান
৫. ৪০০ মে.টন ধারণ ক্ষমতার একটি ওয়্যার হাউজ নির্মাণ	কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে ও কাজ চলমান
৬. ১০০০ কেভিএ সাবস্টেশান নির্মাণ	কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে ও কাজ চলমান

Office Cum-Laboratory Building

Kernel Factory Building and Warehouse (godown)

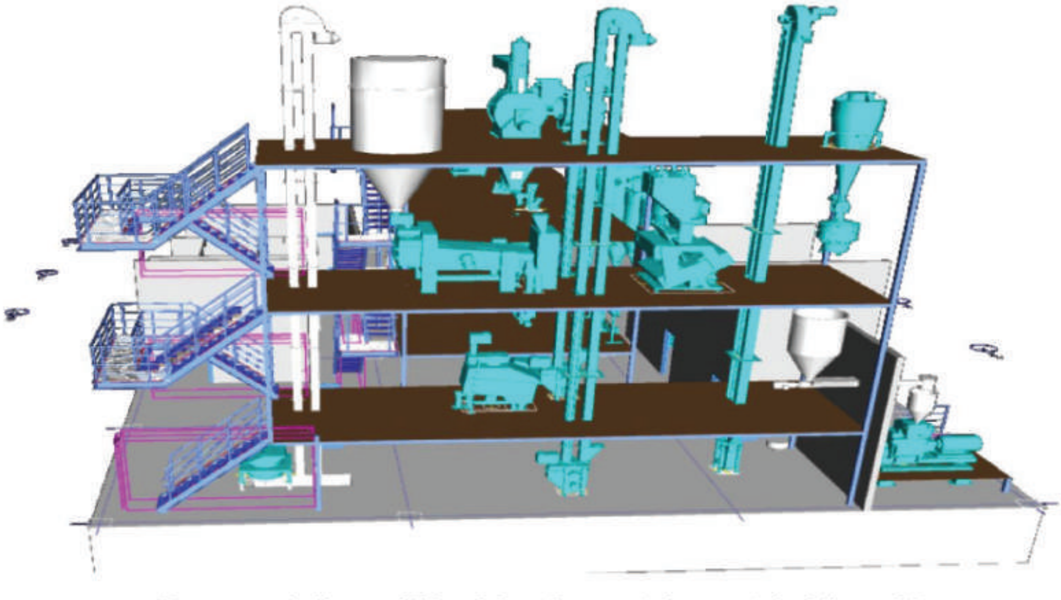

Proposed Kernel Machine Layout Isometric View-02

১৩.৪ কার্নেল তৈরীর কারিগরী পদ্ধতি

প্রথমে ভাঙা চাল প্রেষণ করা হয়। এরপর প্রিমিক্স উপাদান ওজন পূর্বক এতে পুষ্টি উপাদান (Micronutrient : Vitamin A, B1, B12, Folic Acid, Iron & Zinc) মিশ্রিত করার পর ৭০-৮০ ডিগ্রী সেলসিয়াস তাপমাত্রায় প্রিকন্ডিশনিং এবং মিক্সিং করা হয়। পরবর্তীতে Screw Conveyor এর সাহায্যে পরিবাহিত হয়ে Hot Extruder এ ৩০ সেকেন্ড যাবৎ ৮০-১১০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করার পর Roller Dryer ও Final Drying section এ পরিবাহিত হয়। এরপর মেটাল ডিটেক্টর এর মাধ্যমে পরীক্ষান্তে Cooling Room এ নিয়ে যাওয়া হয় এবং পলিব্যাগে ভর্তি করা হয়। অতঃপর ১০০:১ অনুপাতে সাধারণ চালের সাথে ফর্টিফাইড কার্নেল মিশ্রিত করে ফর্টিফাইড রাইস ব্যাগিংপূর্বক শুষ্ক ও ঠান্ডা স্থানে রাখা হয়।

উৎপাদিত কার্নেলে ৬(ছয়টি) পুষ্টি উপাদান (Micronutrient: Vitamin A, B1, B12, Folic Acid, Iron & Zinc) যথাযথ ভাবে বিদ্যমান রয়েছে কিনা তা পরীক্ষার জন্য অত্র প্রকল্পের অধীনে একটি ল্যাবরেটরী স্থাপন করা হচ্ছে।

প্রিমিক্স কার্নেল প্রকল্পটি সমাপনান্তে প্রতিষ্ঠানটি চালানোর জন্য মোট ২৬ টি পদ সৃজনের প্রস্তাব করা হয়েছে।

পদবী	পদ সংখ্যা	গ্রেড	বেতন স্কেল
১. জেলারেল ম্যানেজার (প্লান্ট)	১	৫	৪৩০০০-৬৯৮৫০/-
২.রক্ষণ প্রকৌশলী	১	৬	৩৫৫০০-৬৭০১০/-
৩.সহকারী রক্ষণ প্রকৌশলী (যান্ত্রিক)	২	৯	২২০০০-৫৩০৬০/-
৪. প্রশাসনিক অফিসার	১	৯	২২০০০-৫৩০৬০/-
৫. সহকারী রসায়ণবিদ	১	৯	২২০০০-৫৩০৬০/-

উপরোক্ত পদগুলোসহ ২০তম গ্রেড পর্যন্ত মোট ২৬টি পদ খাদ্য অধিদপ্তরের সাংগঠনিক কাঠামোতে সংযুক্ত হবে যারা কার্নেল প্রতিষ্ঠানটি পরিচালনা করবেন।

বে-সরকারি পর্যায়ে প্রিমিক্স কার্নেল এর যে সকল ফ্যাক্টরী বাংলাদেশে স্থাপিত হয়েছে, তার সবগুলো ফ্যাক্টরীর সেটআপ হচ্ছে হরাইজন্টাল। কিন্তু, খাদ্য অধিদপ্তর কর্তৃক স্থাপিত প্রিমিক্স কার্নেল ফ্যাক্টরী হচ্ছে সবচেয়ে অত্যাধুনিক। এর মেশিনগুলো জার্মানির ব্যুহলার কোম্পানি থেকে আমদানী করা হচ্ছে। বাংলাদেশে এখন পর্যন্ত ব্যুহলার কোম্পানির কার্নেল মেশিন সরকারী বা বেসরকারি পর্যায়ে স্থাপন করা হয় নি। এটাই প্রথম। ব্যুহলার কোম্পানির কার্নেল মেশিন সেটআপ হচ্ছে ভার্টিক্যাল ও সম্পূর্ণ অটোমেটিক। চাল চূর্ণকরণ থেকে ফাইনাল প্রোডাক্ট স্টেজ পর্যন্ত পুরো প্রক্রিয়া অটোমেটিক। প্রোডাকশন এর কোন পর্যায়েই ম্যানুয়াল নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয়।

কার্নেল উৎপাদনে মিশ্রন অনুপাত

ভাঙা চাল : কার্নেল	৯৫ কেজি : ৫ কেজি

কার্নেল উৎপাদনে রেসিও কোম্পানির উপাদান ভেদে পরিবর্তন হতে পারে।

রাইস ফর্টিফিকেশনে প্রিমিক্সের মিশ্রন অনুপাত

সাধারণ চাল : প্রিমিক্স	১০০ : ১

প্রকল্প এলাকায় কাজের কিছু স্থির চিত্র

১৪.০ জাতির পিতার প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধায় 'মুজিববর্ষ' পালন

মোঃ সেলিমুল আজম
অতিরিক্ত পরিচালক
এমআইএসএন্ডএম বিভাগ
খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা

মুজিববর্ষ হলো বাংলাদেশের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী পালনের জন্য ঘোষিত বর্ষ। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০২০-২১ সালকে 'মুজিব বর্ষ' হিসেবে পালনের ঘোষণা দেন। প্রথম ঘোষণা অনুযায়ী 'মুজিব বর্ষ' ২০২০ সালের ১৭ই মার্চে শুরু হয়ে ২০২১ সালের ২৬ই মার্চ পর্যন্ত পালন করার পরিকল্পনা ছিল। তবে পরবর্তীতে এর সময় ২০২১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান অবিভক্ত ভারতের পূর্ববঙ্গে (বর্তমানে বাংলাদেশের গোপালগঞ্জ জেলার টুঙ্গিপাড়া উপজেলা) ১৯২০সালের ১৭ই মার্চ জন্মগ্রহণ করেন এবং ২০২০ সালের ১৭ই মার্চ তাঁর জন্মের ১০০ বছর পূর্তি হয়। তাই, তাঁর এই জন্মশতবার্ষিকী উদযাপনের জন্যই 'মুজিব বর্ষ' পালনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় এবং "তুমি বাংলার ধ্রুবতারা, তুমি হৃদয়ের বাতিঘর আকাশে-বাতাসে বজ্রকন্ঠ, তোমার কন্ঠস্বর।" গানটিকে মুজিববর্ষের আবহ সঙ্গীত হিসেবে নির্ধারণ করা হয়।

করোনা মহামারির কারণে সঠিক সময়ে অর্থাৎ ২০২০ সালের ১৭ই মার্চ হতে ২০২১ সাল পর্যন্ত মুজিব বর্ষ উদযাপনে জাতীয় পর্যায়ের কোনো আয়োজন সুসম্পন্ন করা না গেলেও, ২০২১ সালের মার্চ মাস থেকে শুরু করে এ উপলক্ষ্যে বছরব্যাপী নানা আয়োজন বাস্তবায়ন করা হয়। মুজিব বর্ষ উপলক্ষ্যে আয়োজিত কার্যক্রমের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলোঃ-

- 'মুজিব চিরন্তন' নামে ১০ দিন ব্যাপী জাতীয় অনুষ্ঠান মালা আয়োজন
- মুজিব বর্ষের বিশেষ ওয়েবসাইট চালু
- মুজিব বর্ষের স্মারক ডাকটিকিট প্রকাশ
- ১০০ দিনব্যাপী কুইজ প্রতিযোগিতা আয়োজন
- রাষ্ট্রায়ত্ব মোবাইল অপারেটর টেলিটকের **'শতবর্ষ'** নামে বিশেষ মোবাইল প্যাকেজ বিনামূল্যে প্রদান
- মুজিব বর্ষে দেশীয় যোগাযোগ অ্যাপ **'আলাপ'** চালু করা

মুজিববর্ষে খাদ্য অধিদপ্তর

মহান স্বাধীনতার ৫০তম বছর অর্থাৎ সুবর্ণজয়ন্তীতে স্বাধীনতা সংগ্রামের মহানায়ক জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষে ২০২১ সালকে মুজিববর্ষ ঘোষণা করা হয়েছে। অতীতে বাংলাদেশ ছিল একটি খাদ্য ঘাটতির দেশ। এ অঞ্চলে প্রতি বছর গড়ে খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ ছিল ১৫ থেকে ২০ লাখ মে. টন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে ১৯৭১ সালে দেশে মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হয় কৃষির উৎপাদন। ফলে ১৯৭১-৭২ সালে দেশে খাদ্য ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়ায় প্রায় ৩০ লাখ টন। এটি ছিল মোট উৎপাদনের প্রায় ত্রিশ শতাংশ। এ ঘাটতি মেটাতে হয়েছে বিদেশ থেকে খাদ্যশস্য আমদানির মাধ্যমে। সেটা ছিল জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নিকট অত্যন্ত পীড়াদায়ক। তাই তিনি বলেছিলেন, 'খাদ্যের জন্য অন্যের উপর নির্ভর করলে চলবে না। আমাদের নিজেদের প্রয়োজনীয় খাদ্য নিজেদেরই উৎপাদন করতে হবে। আমরা কেন অন্যের কাছে ভিক্ষা চাইব। আমাদের উর্বর জমি, আমাদের অবারিত প্রাকৃতিক সম্পদ, আমাদের পরিশ্রমী মানুষ, আমাদের গবেষণা সম্প্রসারণ কাজের সমন্বয় করে আমরা খাদ্যে স্বয়ম্ভরতা অর্জন করব।'

মুজিববর্ষকে সামনে রেখে খাদ্য অধিদপ্তর নানাবিধ কর্মসূচি হাতে নিয়েছে। এর মধ্যে খাদ্য ভবনের নীচ তলায় বঙ্গবন্ধুর ম্যুরাল স্থাপন, মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার স্থাপন, খাদ্য অধিদপ্তর সম্পর্কিত প্রামান্যচিত্র তৈরি ও বিলবোর্ড স্থাপন অন্যতম। খাদ্য অধিদপ্তরসহ নিজস্ব অফিস আছে এমন দপ্তরসমূহের সামনে বিলবোর্ড স্থাপন করা হয়েছে এবং এসকল বিলবোর্ডে বঙ্গবন্ধুর ভাষনের বিভিন্ন অংশ, খাদ্য অধিদপ্তর সম্পর্কিত প্রামান্যচিত্র এবং খাদ্য অধিদপ্তরের নিয়ন্ত্রণাধীন বিভিন্ন স্থাপনাসমূহের কার্যাবলি সম্পর্কিত প্রামান্যচিত্র এই বিলবোর্ডসমূহে প্রদর্শিত হচ্ছে। এছাড়া খাদ্য অধিদপ্তর সহ এর আওতাধীন সকল স্থাপনার সৌন্দর্য বৃদ্ধির কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

'সবার জন্য পুষ্টিকর ও নিরাপদ খাদ্য মুজিববর্ষের অঙ্গীকার'-এ শ্লোগানকে সামনে নিয়ে বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মুজিববর্ষে খাদ্য অধিদপ্তর নানাবিধ কর্মসুচি গ্রহণ করেছে। সাধারণ ওএমএস এর পাশাপাশি বিশেষ ওএমএস কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। খাদ্যবান্ধব ও ভিজিডি কর্মসুচিতে পুষ্টিচাল বিতরণের মাধ্যমে জনগণের পুষ্টি চাহিদা পূরণের জোরদার প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এ প্রেক্ষাপটে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় সুনির্দিষ্ট টার্গেট গ্রুপ চিহ্নিত করে মাঠ পর্যায়ে পুষ্টি নিরাপত্তা বিষয়ক কার্যক্রম চালু রয়েছে। শিশু ও নারীর পুষ্টি উন্নয়নমুখী কার্যক্রমসমুহ জোরদার করা হয়েছে। অসহায় জনগোষ্ঠীর পুষ্টিবস্থা উন্নয়নের জন্য খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির মাধ্যমে ১৫০টি উপজেলায় ও ভিজিডি কর্মসুচির মাধ্যমে ১৭০টি উপজেলায় পুষ্টিচাল বিতরণ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

সবার জন্য খাদ্য নিরাপত্তা অর্জনের পাশাপাশি জনগণের নিরাপদ খাদ্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কতৃক গৃহীত বিভিন্ন কর্মসুচি বাস্তবায়নে খাদ্য অধিদপ্তর নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'রূপকল্প ২০২১' বাস্তবায়ন করছে এবং 'রূপকল্প ২০৪১' বাস্তবায়নে এগিয়ে চলেছে। বর্তমানে সরকার ঘোষিত বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচীর আওতায় খাদ্যশস্যে সবার অভিগম্যতা অনেকটাই নিশ্চিত করা হয়েছে। ওএমএস, বিশেষ ওএমএস, ভিজিডি, ভিজিএফ এবং ১০ টাকা কেজি দরে খাদ্যবান্ধব কর্মসুচির মাধ্যমে হতদরিদ্র মানুষের কাছে সময়মতো চাল পৌঁছে দেয়ায় খাদ্যশস্যে তাদের অভিগম্যতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। খাদ্য নিরাপত্তার তৃতীয় শর্ত খাদ্যের পর্যাপ্ততা ও স্থায়িত্বশীলতার প্রতি অধিক গুরুত্বারোপ করে খাদ্য অধিদপ্তর সে লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছে।

বঙ্গবন্ধুর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে মুজিববর্ষে দরিদ্র, অনগ্রসর ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠি এবং দুর্যোগপ্রবণ এলাকার জনগোষ্ঠির নিরাপদ ও আপদকালীন খাদ্য সংরক্ষণের জন্য ২৩টি জেলার ৫৫টি উপজেলায় ৩(তিন) লাখ পারিবারিক সাইলো বিতরণ কার্যক্রম হাতে নেয়া হয়েছে। কৃষকদের ধানের ন্যায্যমূল্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার জন্য সরাসরি কৃষকদের নিকট হতে ধান ক্রয়ের লক্ষ্যে ২০০টি ধানের সাইলো নির্মাণের প্রক্রিয়া চূড়ান্ত পর্যায়ে রয়েছে। প্রতিটি ৫০০০ মে.টন ধারণক্ষমতার ৩০টি পেডি সাইলো পাইলটিং আকারে নির্মাণ প্রকল্প ইতোমধ্যে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। তাছাড়া ই-পেমেন্ট পদ্ধতিতে সরাসরি মূল্য পরিশোধের কার্যক্রম চালু করা হয়েছে।

করোনা ভাইরাসজনিত উদ্ভূত পরিস্থিতিতে এ সংকটের শুরু থেকেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিচক্ষণ ও সময়োপযোগী নির্দেশনায় খাদ্যশস্যের উৎপাদন বৃদ্ধি ও পর্যাপ্ত মজুত এবং জাতীয় পর্যায়ে খাদ্যশস্যের সহজ লভ্যতা সন্তোষজনকভাবে বজায় রাখা এবং খাদ্যশস্যের বাজারদর স্থিতিশীল রাখা সম্ভব হয়েছে।

মুজিববর্ষ উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে খাদ্য ভবনের নীচতলায় স্থাপিত মুক্তিযুদ্ধ কর্ণার ও জাতির পিতার মুরাল

১৫.০ The Need of Nutrition and the Role of the Food Department in the Field of Nutrition

Sumayia Naznin
District Controller of Food
Khagrachori

1. Introduction:

Food is the first and foremost basic human right to sustain life. In courses of time, only to address hunger ensuring food for all is not the only concern nowadays. It is the demand of nutrition with food that has globally become the new concern. In The 2030 Agenda for Sustainable Development Goals, adopted by all United Nations Member States in 2015, the Second Goal, Zero Hunger is to "end hunger, achieve food security and improved nutrition, and promote sustainable agriculture." In the global nutrition arena, Bangladesh has been an early adopter and one of the lead signatory countries of the global Scaling Up Nutrition (SUN) movement in 2012.

Following in the footsteps of the Father of the Nation, Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, the Honorable Prime Minister Sheikh Hasina has demonstrated her strong commitment and stewardship towards nutrition security of the people of Bangladesh both nationally as well as globally. Bangladesh as a third world country fought for many years to resume the need of hunger and now in terms of access to food, Bangladesh has been self-sufficient in rice production since 2012 and has been targeting self-sufficiency in non-cereals as well. *(Monitoring Report 2019 of the Bangladesh Second Country Investment Plan)*. So now the government aims to face the challenges of malnutrition. And the National Food Policy, Bangladesh's main policy document on food security is now transformed into National Food and Nutrition Security Policy in 2020.

The Department of Food, which has a major role to play in food security, is now playing a pivotal role in improving the nutritional status. Among the total of 22 ministries of the government in the Second National Plan of Action for Nutrition (NPAN2) 2016-25, which can contribute in the field of nutrition through coordinated activities, the Ministry of Food is one of the important ministries included there. The government has introduced the nutritious rich Fortified Rice and is currently distributing Fortified Rice through various Social Safety Net activities of VGD and Food-Friendly Programmes to ensure the nutrition of the deprived and marginalized people of the community. Along with these the Directorate General of Food has also initiated Fortified Rice in the OMS programme. Since the Department of Food deals with food grains and the government provides food aid directly to the disadvantaged people, by providing Fortified Rice it can play a remarkable role in reducing the rate of malnutrition.

2. Importance of Nutrition and the Status of Nutrition in Bangladesh:

According to World Health Organization, nutrition is a critical part of health and development. Better nutrition is related to improved infant, child and maternal health, stronger immune systems, safer pregnancy and childbirth, lower risk of non-communicable diseases (such as diabetes and cardiovascular disease), and longevity.

Malnutrition in childhood and pregnancy has many adverse consequences for child survival and long-term well-being. It also has far-reaching consequences for human capital, economic productivity, and national development overall. The World Bank estimates that micronutrient deficiencies can cost countries up to five percent gross national product due to negative impact on productivity.

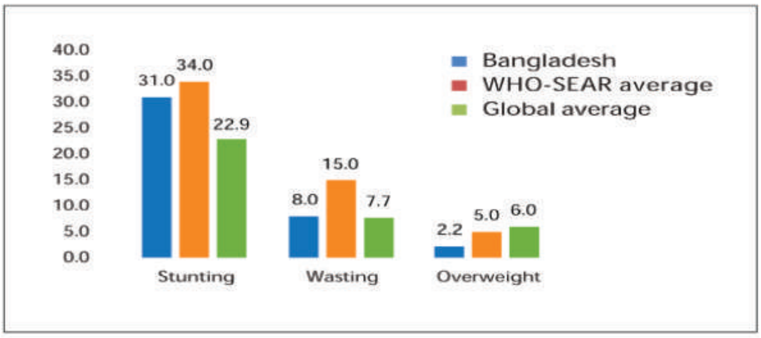

Figure 1 :Status of Malnutrition Level (%) among under Five Bangladeshi Children Compared to Global and Regional Average. (Bangladesh Demographic Health Survey 2011, 2017/18)

From the Country Nutrition Profile of Global Nutrition Report (2020), Bangladesh is 'on course' to meet the targets for maternal, infant and young child nutrition (MIYCN). Some progress has been made towards achieving the target of reducing anaemia among women of reproductive age, with 39.9% of women aged 15 to 49 years now affected. Meanwhile, some progress has been made towards achieving the low-birth-weight target with 27.8% of infants having a low weight at birth. Bangladesh is 'on course' to meet the target for stunting, but 30.8% of children under 5 years of age are still affected, which is higher than the average for the Asia region (21.8%). Bangladesh has made some progress towards achieving the target for wasting but 8.4% of children under 5 years of age are still affected, which is lower than the average for the Asia region (9.1%).

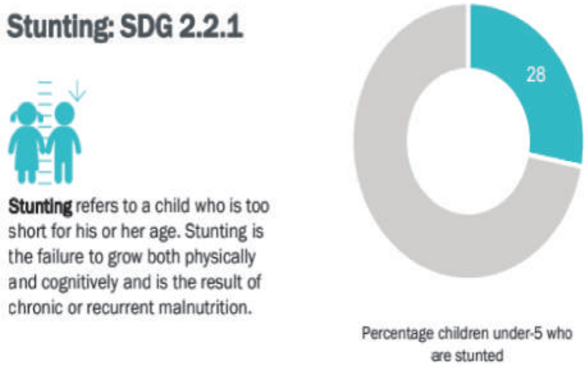

Figure 2: Children Under Five Stunting Percentage (MICS ,2019)

In Bangladesh, 28% of children under five years of age are stunted, which is defined as when a child is too short for his or her age. Stunting is the failure to grow both physically and cognitively and is the result of chronic or recurrent malnutrition.

Likewise, 10% of children under five years of age in Bangladesh are wasted, which is defined as when a child is too thin for his or her height. Wasting, or acute malnutrition, is the result of recent rapid weight loss or the failure to gain weight. And there are nearly a quarter (23%) of children under five years of age are underweight for their age

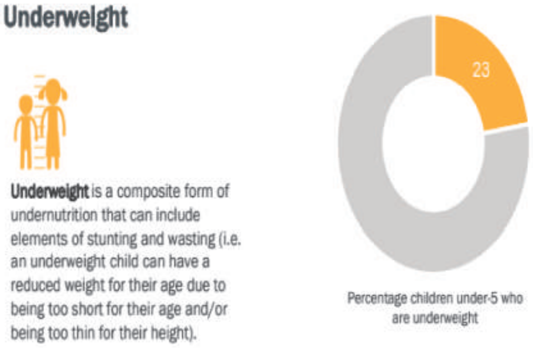

Figure 3: Percentage of Children Under Five Who are Underweight, (MICS, 2019)

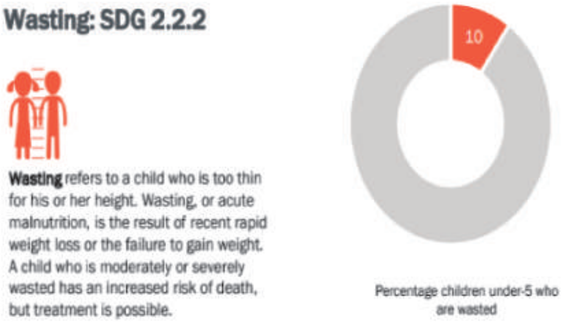

Figure 4: Percentage of Children Under Five Who are Wasted, (MICS, 2019)

The major findings of the Multiple Indicator Cluster Survey (MICS) 2019, conducted by the Bangladesh Bureau of Statistics (BBS) and UNICEF show that Moderate and severe underweight prevalence has dropped from 31.9 per cent in 2012-13 to 22.6 per cent in 2019. Similarly, moderate and severe stunting has gone down by significantly from 42 per cent in 2012-13 to 28 per cent in 2019.

3. Introduction to Fortified Rice and Its Importance:

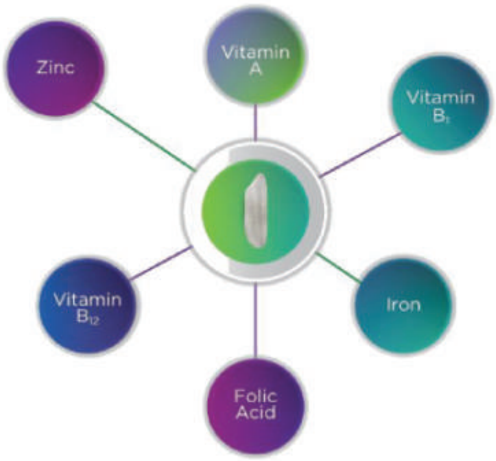

Figure 5: Six Micronutrients Contained in a Fortified Rice Kernel

The fortified rice, branded as Pushti Chal in Bangla, contains six most essential vitamins and minerals, vitamin A, vitamin B1, vitamin B12, Folic Acid, Iron and Zinc. The nutrients are powdered and mixed with rice flour to form pre-mix kernels and these kernels are then mixed with regular rice in 1:100 ratio. Fortified rice, or Pushti Chal, has the same shape, color and texture. The cooking process of fortified rice is similar to the normal rice. Fortified rice should not be cooked in excess water; water should be measured before adding to the rice, so that all of the water will be absorbed while cooking.

The overall objective of rice fortification is to fight micronutrient deficiencies among the poorest. Bangladesh has made remarkable progress in reducing poverty which came down to 21.8 percent in 2018. (Bangladesh Bureau of Statistics, (BBS) 2018). But still Micronutrient deficiencies continue to be an issue for the country. Regular milled rice although high in carbohydrates is low in micronutrients. With rice being the main commodity distributed through the Government's food-based Social Safety Nets programmes, the Government of Bangladesh has adopted rice fortification under the 'National Strategy on Prevention and Control of Micronutrient Deficiencies, 2015-2024' as one of the strategies to address micronutrient deficiencies through mainstreaming Fortified Rice reaching the ultra-poor

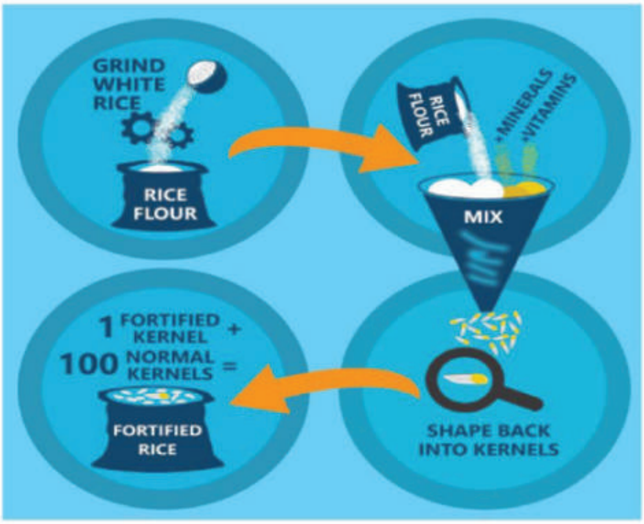

Figure 6: Process of Rice Fortification

4. The Role of Directorate General of Food in the Field of Nutrition:

The Directorate General of Food mainly works for the food security of Bangladesh. But now the 7thFive-Year Plan (2016-2020) prioritized food security and nutrition issues, and The Sustainable Development Goal to 'End hunger, achieve food security and improved nutrition and promote sustainable agriculture by 2030' (SDG 2 – Zero hunger) - provides an opportunity to rethink the way food is grown, accessed, shared and consumed. Out of the 17 Goal of SDG, The Food Department is working with the second goal SDG-2 (Zero Hunger) in achieving the nutrition related targets. The Department of Food is now working in collaboration with the Ministry of Women and Children Affairs, Bangladesh Standards and Testing Institution, Institute of Food Science and Technology, WFP, Nutrition International, and private sector rice millers regarding fortified rice.

Production and distribution of Fortified Rice are ongoing in selected upazillas within two of the largest government Social Safety Nets—the Food Friendly Programme under the Ministry of Food and Vulnerable Group Development (VGD) Programme implemented by the Ministry of Women and Children Affairs for poor and vulnerable women and children. DG food is currently supplying rice for fortification in 150 upazillas for FFP and in 170 upazillas for VGD (September/2021). It also supplied fortified rice in Dhaka City Corporation OMS program for three months in August-September-October / 2020.

Name of the Sector	Number of Upazilas (per month)	Supplied Kernel (M.T)	Supplied Fortified Rice (M.T)	Blending Costs (TK.)	Transportation Costs (TK.)
VGD Program	140	818.595	87,470.00	197526943.43	166250331.43
Food-Friendly Programs	122	766.95	86,141.03	179339866.06	140069858.91
Total=	**262**	**1585.545**	**1,76,611.03**	**376866809.49**	**306320190.34**

Figure 7: Distribution of Fortified Rice in the Last 2020/21 Financial Year

Food Friendly Programme:

In 2016, the Government of Bangladesh launched one of its largest social safety net schemes, the FFP which provides rice to approximately 50 lacs selected card holder beneficiaries. The scheme aims to provide ultra-poor families with the opportunity to buy up to 30 kilograms of rice per month during the lean seasons (March-April and September-November) at a price of BDT 10 per kilogram. The MoFood identified this programme as a strategic entry point to distribute Vitamin A, B1, B12, folic acid, iron and zinc rich Fortified rice to some of the most malnourished households in the country.

In the 2016-17 financial year, Fortified Rice distribution activities were started in Food Friendly Programme in Kurigram Sadar and Fulbari upazilas as a pilot project with the funding from the World Food Program. Later, the distribution of Fortified Rice was expanded to 10 upazillas of the country. So far up to 31/03/2021, on the occasion of the birth centenary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, Fortified Rice has been distributed in 100 upazillas under the Food-Friendly Programme.

On the occasion of the golden jubilee of independence, Fortified Rice is being distributed in a total of 150 upazillas including 50 new upazillas in the Food-Friendly Programme in 2021. At present, in Food-Friendly Programme the monthly demand for kernel is 323.013 MT and the monthly demand for Fortified Rice is 32624.313 MT. Currently 10,77,293 beneficiaries are given Fortified Rice per month in five months (March-April, September-November) in a year in the Food-Friendly Programme. (September/2021)

Details	Achievements 2020	Expansions 2021
Number of Upazilas/city corporations	FFP: 110 VGD: 110 OMS: 2 city corporations	FFP: 150 VGD: 170 OMS: 2-4 city corporations (TBA)
Beneficiary Outreach	FFP: 3,584,390 VGD: 1,532,900 OMS: 720,000 **Total: 5,837,290**	FFP: 5,319,415 VGD: 2,105,620 OMS: **Total: 8,175,035**
Total Kernel Requirement	2,300 MT/year	3,000 MT/year
Number of Fortified Rice Kernel Factories	6 Kernel factories operational	7 Kernel factory operational 2 in pipeline (MoFood and private)
Number of blending units	75+ units across 64 districts	106+ units across 64 districts

Figure 8: Fortified Rice Distribution Activities, Achievements and Targets of WFP.

Vulnerable Group Development (VGD) Program:

The VGD programme is one of the largest Social Safety Net programmes of Bangladesh. It targets socio-economically vulnerable rural households, particularly those depending on a woman's income and provides with a monthly transfer of 30 kilograms of rice. In the financial year 2013-14. the distribution of Fortified Rice was started in Sadar upazila of Kurigram district as a pilot project with the funding of World Food Programme. Before the Mujib Year, distribution of Fortified Rice was running in 81 upazillas in VGD sector. On the occasion of the birth centenary of Father of the Nation Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman, up to 31/03/2021, so far, in 100 upazillas Fortified Rice has been distributed in VGD sector at government expense.

On the occasion of the golden jubilee of independence, Fortified Rice is being distributed in a total of 170 upazillas including 70 new upazillas in the VGD sector in 2021. At present the monthly demand for kernel in VGD sector is 120.109 MT and the monthly demand for Fortified Rice is 12131.009 MT. Currently in The VGD sector Fortified Rice is distributed to a total of 3,96,493 beneficiaries per month in a year.

Blending Unit:

At present there are 108 Validated Mixing Mills across the country. These are the private sector mills supporting kernel mixing with the normal rice. A project has been taken up for self-managed kernel production with the aim of distributing Fortified Rice in various channels of the social security perimeter. Under the project, a premix kernel machine with a capacity of 400 kg per hour will be set up at Narayanganj Silo Campus for kernel production. The project will be implemented with full GoB funding.

OMS:

Government also started selling fortified rice in OMS programme. Regular OMS is a public food distribution programme, which sells rice at subsidized prices round the year when and where necessary for stabilizing the market price and to support the low-income population. Fortified Rice has been distributed in OMS sector in Dhaka North and Dhaka South City Corporation in August-September-October / 2020. At present, the distribution of Fortified Rice in the OMS sector is closed.

Conclusion:

Article 18 (1) of the Bangladesh Constitution states that, 'The State shall regard the raising of the level of nutrition and the improvement of public health as among its primary duties.' So, getting proper nutrition is one of the basic rights of the people. Bangladesh is determined to achieve the Sustainable Development Goals by 2030. With the aim of achieving the SDG targets for the socio-economic development of the country and to live an active, healthy life by the people it is necessary to ensure quality nutrition at the same time for all ages including women, men and children. Rice Fortification is one of the most practical and cost-effective ways to counter micronutrient deficiency among a large group of people, because rice is the main staple food and consumed substantial quantity every day. With rice being the main commodity distributed through the Government's food-based Social Safety Nets reaching the ultra-poor, the introduction of Fortified Rice now addresses the widespread nutritional deficiencies and will help ensuring an active and better nation. And in this long course of actions, the Department of Food is playing the main part of providing and distributing Fortified Rice to the selected people which will be expanded day by day to more and more people.

১৬.০ করোনা প্রতিরোধে সচেতনতামূলক কার্যক্রম

- করোনা ভাইরাস প্রতিরোধে সিএসডি, এলএসডি ও সাইলোসমূহে কর্মরত শ্রমিকগণকে হ্যান্ড স্যানিটাইজার/সাবান দ্বারা হাত ধোয়া এবং বিনামূল্যে মাস্ক সরবরাহ করা হয়েছে।
- খাদ্যশস্য পরিবহণকারী যানবাহনসমূহ ব্লিচিংপাউডার মিশ্রিত পানি দ্বারা জীবাণুমুক্ত করা হয়।
- করোনা প্রতিরোধে কর্মকর্তা-কর্মচারি, শ্রমিক ও ভোক্তাগণের মাঝে সামাজিক দূরত্ব (৬ ফুট) নিশ্চিত করা হয়।

কোভিড-১৯ আক্রান্ত ও মৃত্যুর তথ্য

ক্রঃনং	দপ্তর/বিভাগের নাম	আক্রান্তের সংখ্যা	আরোগ্য লাভের সংখ্যা	চিকিৎসাধীন সংখ্যা	মৃত্যুবরণকারীর সংখ্যা
০১	খাদ্য অধিদপ্তর	৩১	৩০	০	০১
০২	ঢাকা বিভাগ	৫৬	৫৪	০	০২
০৩	চট্টগ্রাম বিভাগ	৪৪	৪৪	০	০
০৪	রাজশাহী বিভাগ	২৩	২৩	০	০
০৫	রংপুর বিভাগ	১৬	১৬	০	০
০৬	খুলনা বিভাগ	১৮	১৭	০১	০
০৭	বরিশাল বিভাগ	১৮	১৮	০	০
০৮	সিলেট বিভাগ	১৮	১৮	০	০
০৯	ঢাকা রেশনিং	০১	০	০	০১
১০	চট্টগ্রাম সাইলো	০১	০১	০	০
১১	নারায়নগঞ্জ সাইলো	০১	০১	০	০
১২	আশুগঞ্জ সাইলো	০১	০১	০	০
১৩	সান্তাহার সাইলো	০	০	০	০
১৪	মোংলা সাইলো	০১	০১	০	০
১৫	ফ্লাওয়ার মিল	০	০	০	০
মোট =		২২৯	২২৪	০১	০৪

১৬.১ আমরা যাদের হারালাম

ক্রঃ নং	কর্মকর্তা/কর্মচারীর নাম	পদবী	কর্মস্থল	কোভিড-১৯ এ আক্রান্ত হওয়ার তারিখ	মৃত্যুর তারিখ
১।	জনাব মোঃ সুরুজ মিয়া	নিরাপত্তা প্রহরী	নারায়নগঞ্জ সিএসডি, নারায়নগঞ্জ সংযুক্তিঃ এমআইএসএন্ডএম বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	১৩/০৪/২০২০	১৫/০৪/২০২০ তারিখে কুর্মিটোলা হাসপাতালে মৃত্যুবরণ করেন
২।	জনাব উৎপল কুমার সাহা	প্রধান নিয়ন্ত্রক	ঢাকা রেশনিং, ঢাকা	৩১/০৫/২০২০	০১/০৬/২০২০ তারিখে আনোয়ার খান মডার্ণ হাসপাতাল, ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন
৩।	জনাব মোঃ তাজুল ইসলাম	উপ-খাদ্য পরিদর্শক	সংযুক্তিঃ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, ভৈরব, কিশোরগঞ্জ	২৫/০৬/২০২০	১২/০৭/২০২০ তারিখে মৃত্যুবরণ করেন
৪।	জনাব সুখরঞ্জন হালদার	খাদ্য পরিদর্শক	পাকুটিয়া খাদ্য গুদাম, ঘাটাইল, টাংগাইল সংযুক্তিঃ জেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, টাংগাইল	০৩/০৭/২০২০	১৬/০৭/২০২০ তারিখে মুগদা জেনারেল হাসপাতাল, ঢাকায় মৃত্যুবরণ করেন

১৭.০ শব্দ সংক্ষেপ (Abbreviations)

ADB	Asian Development Bank
BCIP	Bangladesh Country Investment Plan
BCS	Bangladesh Civil Service
BDHS	Bangladesh Demographic & Health Survey
BIDS	Bangladesh Institute of Development Studies
BELA	Bangladesh Environment Lawyers Association
BBS	Bangladesh Bureau of Statistics
BPATC	Bangladesh Public Administration Training Center
CARE	Cooperation for American Relief Everywhere
CDU	Central Dispatch Unit
CIP	Country Investment Plan
CPTU	Central Procurement Technical Unit
CRTC	Central Road Transport Contractor
CSD	Central Storage Depot
DBCC	Divisional Boat Carrying Contractor
DoE	Department of Environment
DPM	Direct Procuring Method
DRTC	Divisional Road Transport Contractor
EOI	Expression of Interest
FAO	Food & Agriculture Organization
FAQ	Fair Average Quality
FFW	Food for Work
FIMA	Financial Institute of Management and Accounting
FOB	Free on Board
FPC	Fair Price Card
FPMC	Food Planning & Monitoring Committee
FPMU	Food Planning & Monitoring Unit
FSNIS	Food Security and Nutrition Information System
HIES	Household Income & Expenditure Survey
IBCC	Internal Boat Carrying Contractors
IDA	International Development Agency
IDTS	Inspection, Development & Technical Services

INFS	Institute of Nutrition & Food Science
IPCC	The Intergovernmental Panal on Climate Changes
IRTC	Internal Road Transport Contractor
JDCF	Japan Debt Cancellation Fund
LICT	Leveraging ICT
LSD	Local Supply Depot
MBF	Ministry Budgetary Framework
MIS&M	Management Information System & Monitoring
MoU	Memorandum of Understanding
MTBF	Mid-Term Budgetary Framework
NAPD	National Academy of Planning and Development
NESS	National E-service System
NFP	National Food Policy
NFPCSP	National Food Policy Capacity Strengthening Program
NFPPOA	National Food Policy Plan of Action
NOA	Notification of Award
OMS	Open Market Sale
PFDS	Public Food Distribution System
PIMS	Personal Management Information System
PMC	Private Major Carrier
RPATC	Regional Public Administration Training Centre
SRW	Soft Red Wheat
SSNP	Social Safety Net Program
TCB	Trading Corporation of Bangladesh
TR	Test Relief
VGD	Vulnerable Group Development
VGF	Vulnerable Group Feeding
WFP	World Food Program

জাতীয় শোক দিবস উদ্‌যাপন ২০২০

আলোকচিত্র-১২: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৫তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী, মাননীয় সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়

আলোকচিত্র-১৩: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৫তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী ও মাননীয় সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ম্যুরালে পুষ্পস্তবক অর্পণ করেন

আলোকচিত্র-১৪: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৫তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে আয়োজিত মিলাদ মাহফিলে অংশগ্রহণকৃত খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ

আলোকচিত্র-১৫: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ৪৫তম শাহাদাৎ বার্ষিকী উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে খাদ্য ভবনের মুক্তিযুদ্ধ কর্ণারের সামনে খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ

বিজয় দিবস উদ্‌যাপন ২০২০

আলোকচিত্র-১৬: বিজয় দিবস ২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত ক্রীড়া, রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ

আলোকচিত্র-১৭: বিজয় দিবস ২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত ক্রীড়া, রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ

আলোকচিত্র-১৮: বিজয় দিবস ২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত ক্রীড়া, রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার লন টেনিস টুর্ণামেন্টে অংশগ্রহণকারী খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ

আলোকচিত্র-১৯: বিজয় দিবস ২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত ক্রীড়া, রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার লন টেনিস টুর্ণামেন্টে অংশগ্রহণকারী খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ

আলোকচিত্র-২০: বিজয় দিবস ২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত ক্রীড়া, রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার ব্যাডমিন্টন টুর্ণামেন্টে অংশগ্রহণকারী খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

আলোকচিত্র-২১: বিজয় দিবস ২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত ক্রীড়া, রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার ব্যডমিন্টন টুর্ণামেন্টে অংশগ্রহণকারী খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ

আলোকচিত্র-২২: বিজয় দিবস ২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত ক্রীড়া, রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

আলোকচিত্র-২৩: বিজয় দিবস ২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত ক্রীড়া, রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

আলোকচিত্র-২৪: বিজয় দিবস ২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত ক্রীড়া, রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

আলোকচিত্র-২৫: বিজয় দিবস ২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত ক্রীড়া, রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

আলোকচিত্র-২৬: বিজয় দিবস ২০২০ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত ক্রীড়া, রচনা ও চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

এপিএ ২০২০-২০২১ পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

আলোকচিত্র-২৭: বার্ষিক কর্মস্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

আলোকচিত্র-২৮: বার্ষিক কর্মস্পাদন চুক্তি (এপিএ) এর ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বিজয়ীদের পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

অংশীজনের মতবিনিময় সভা ২০২০

আলোকচিত্র-২৯: চালকল মালিক সমিতি ও চাল ব্যবসায়ী সমিতির নেতৃবৃন্দের অংশগ্রহণে মতবিনিময় সভায় মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী মহোদয় বক্তব্য প্রদান করেন

আলোকচিত্র-৩০: চালকল মালিক সমিতি ও চাল ব্যবসায়ী সমিতির নেতৃবৃন্দের অংশগ্রহণে মতবিনিময় সভায় উপস্থিত খাদ্য অধিদপ্তরের কর্মকর্তাবৃন্দ ও অংশীজন

নব-যোগদানকৃত কর্মকর্তাদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রাম ২০২০

আলোকচিত্র-৩১: নবযোগদানকৃত খাদ্য পরিদর্শক/সমমানের র্কমকর্তাদের ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামে মহাপরিচলক (খাদ্য) মহোদয়

আলোকচিত্র-৩২: ৩৬ ও ৩৭ তম বিবিএস নন-ক্যাডার খাদ্য পরিদর্শক/সমমানের নবযোগদানকৃত কর্মকর্তাগণের একাংশ

মুজিববর্ষ উদ্‌যাপন ২০২১

আলোকচিত্র-৩৩: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত আলোচনা সভায় মাননীয় সচিব, খাদ্য মন্ত্রণালয় ও খাদ্য অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মহোদয়

আলোকচিত্র-৩৪: জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে আয়োজিত মিলাদ মাহফিলে মাননীয় খাদ্য মন্ত্রী জনাব সাধন চন্দ্র মজুমদার এমপি

এক নজরে খাদ্য বিভাগের কার্যক্রম

আলোকচিত্র-৩৫: ওএমএস কার্যক্রম পরিদর্শনকালে এক ক্রেতার হাতে ব্যাগ তুলে দিচ্ছেন মাননীয় মন্ত্রী বীর মুক্তিযোদ্ধা সাধন চন্দ্র মজুমদার এমপি

আলোকচিত্র-৩৬: ট্রাকসেলের মাধ্যমে ওএমএস এর চাল বিতরণ

আলোকচিত্র-৩৭: কিউআর কোড সিষ্টেমে বিশেষ ওএমএস এর চাউল বিক্রি উদ্বোধন

আলোকচিত্র-৩৮: খাদ্যবান্ধব কর্মসূচির চাল বিতরণ

আলোকচিত্র-৩৯: নিম্ন আয়ের মানুষকে সহায়তা দিতে ২৫ জুলাই থেকে বিশেষ ওএমএস

২০২০-২০২১ অর্থবছরে বার্ষিক প্রতিবেদন প্রণয়ন কমিটির সদস্যবৃন্দ

১।	জনাব মোঃ জামাল হোসেন, অতিরিক্ত পরিচালক, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	আহবায়ক	
২।	জনাব মঞ্জুর আলম, সিস্টেম এনালিষ্ট, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক ইউনিট খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য	
৩।	জনাব জসিম উদ্দিন, উপপরিচালক (উন্নয়ন), পরিদর্শন উন্নয়ন ও কারিগরি সেবা বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য	
৪।	জনাব মোঃ হারুন-অর-রশিদ, উপপরিচালক, অভ্যন্তরীণ সংগ্রহ শাখা, সংগ্রহ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য	
৫।	জনাব মোঃ ফজলে রাব্বি হায়দার, উপ-পরিচালক (জাহাজ ও নৌ), চলাচল সংরক্ষণ ও সাইলো বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য	
৬।	জনাব মাহমুদা আক্তার মৌসুমী, উপপরিচালক, বেতন, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণ শাখা, প্রশাসন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য	
৭।	জনাব মোঃ নুরুজ্জামান, ইন্সট্রাক্টর, প্রশিক্ষণ বিভাগ খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য	
৮।	জনাব মোঃ আফিফ-আল-মাহমুদ ভূঁঞা, উপপরিচালক, সরবরাহ শাখা, সরবরাহ, বন্টন ও বিপণন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য	
৯।	জনাব মোঃ সাহিদার রহমান, উপপরিচালক, প্রদান, ক্রয় এবং একত্রিকরণ শাখা, হিসাব ও অর্থ বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য	
১০।	জনাব মোঃ মুজিবুর রহমান খান, উপ-সহকারী প্রকৌশলী/আরএমও (পুর), নির্মাণ ও রক্ষণাবেক্ষণ ইউনিট, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য	
১১।	জনাব মোঃ সেলিমুল আজম, অতিরিক্ত পরিচালক এমআইএসএন্ডএম বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	সদস্য সচিব	

-: সহযোগিতায় :-

১।	জনাব এ.এস.এম শামীম আহসান, খাদ্য পরিদর্শক সংযুক্তিঃ এমআইএসএন্ডএম বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	কম্পিউটার মূদ্রণে	
২।	জনাব রতন কুমার ব্যানার্জী, অডিটর, অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা সংযুক্তিঃ সরবরাহ বণ্টন ও বিপণন বিভাগ, খাদ্য অধিদপ্তর, ঢাকা	প্রচ্ছদ অলংকরণে	

খাদ্য অধিদপ্তর

খাদ্য ভবন, ১৬ আব্দুল গণি রোড, ঢাকা-১০০০।
www.dgfood.gov.bd